যুগান্তর

তারিখ 14 FEB 2018
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

রংপুর কারমাইকেল কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করবে মাউশি

যুগান্তর রিপোর্ট

রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ মিঞার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তে যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কমিটি। তার বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ লোপাট, দুর্ব্যবহারসহ নানা অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি তাকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। যদিও অনিয়ম-দুর্নীতির

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ বলেছেন, এসব অভিযোগ অসত্য।

জানা গেছে, আন্দোলনকারীরা অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তবে মঙ্গলবার রংপুর সিটি কর্পোরেশন মেয়র এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা গিয়ে তালা খুলে দেন। অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ বিষয়টি নিশ্চিত করে যুগান্তরকে বলেন, এখন আমি অফিসেই আছি।

তদন্ত কমিটি পাঠানোর উদ্যোগ প্রসঙ্গে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, তদন্ত কমিটির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন হয়ে এলেই সরেজমিন পাঠানো হবে।

ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ রংপুর কারমাইকেল কলেজে প্রায় ১৪ মাস আগে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেয়ার পরপরই আবদুল লতিফ মিঞার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার নানা অভিযোগ ওঠে। কলেজের শিক্ষকরা মোট ২০টি অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্থানীয় অফিসে দাখিল করেছেন। এর মধ্যে আছে— ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে রংপুরের মাস্টারপাড়ায় সাত হাজার ২০০ এবং চার হাজার ৮০০ বর্গফুটের দুটি বাড়ি নির্মাণে অর্থের উৎস, কারমাইকেল কলেজ এবং তার সাবেক কর্মস্থল রোকেয়া কলেজে নিরীক্ষার নামে ২ কোটি টাকা আত্মসাৎ, দুই সন্তানকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়ানোর অর্থের উৎস, কর্মচারী না থাকা সত্ত্বেও মাসে ৭ হাজার টাকা করে আত্মসাৎ।

কলেজের একজন সিনিয়র অধ্যাপক যুগান্তরকে জানান, জাতীয় শোক দিবস, ঈদে মিলাদুন্নবী, সরস্বতী পূজার মতো কমিটির আহ্বায়কদের কাছ থেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অধ্যক্ষ আলাদাভাবে টাকা নিতেন। কেউ টাকা না দিলে তাকে শোকজ করতেন তিনি। সর্বশেষ মাস্টার্স পরীক্ষার কমিটি থেকে ৭০ হাজার টাকা নিয়েছেন। কলেজের শিক্ষকদের অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর ভায়রা হওয়ায় অধ্যক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার এবং শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণ করে আসছেন। কথায় কথায় বদলির ভয়ভীতি দেখান। তার আচরণে শিক্ষক, কর্মচারীরা এতই রুষ্ট যে, শেষ পর্যন্ত সবাই আন্দোলনে নেমেছেন। কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বলেন, কলেজে অধ্যক্ষসহ ১৭৯ জন শিক্ষক। এর মধ্যে ১৭৮ জনই অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনে যাই। সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রনেতারাও অধ্যক্ষের ওপর অসন্তুষ্ট। শনি ও রোববার ছাত্ররা অধ্যক্ষকে কলেজে ঢুকতে দেয়নি। তবে মাউশি মহাপরিচালকের অনুরোধে শিক্ষকরা সোমবার ধর্মঘট ভেঙে ক্লাসে ফিরেছেন।

আন্দোলনকারীরা অধ্যক্ষের পাশাপাশি তার স্ত্রী ও এক শ্যালকের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ তুলেছেন। তারা বলছেন, অধ্যক্ষের স্ত্রী রংপুর শহরেরই আরেকটি কলেজের অধ্যক্ষ। একই কলেজে এর আগে তিনি প্রায় ৪ বছর উপাধ্যক্ষ ছিলেন। মন্ত্রীর শ্যালিকা হওয়ার সুবাদে ওই কলেজে কোনো অধ্যক্ষ দেয়া হয়নি। আর অধ্যক্ষের 'শ' আদ্যক্ষরের এক শ্যালক বেকার হওয়া সত্ত্বেও রংপুরে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ওই অর্থের উৎস নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষকরা।

অভিযোগের ব্যাপারে অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ মিঞা যুগান্তরকে বলেন, সব নয়, কিছু শিক্ষক আমার বিরোধিতা করছে। তারা যা করছেন সবই নোংরামি। তিনি বলেন, উপাধ্যক্ষের চাকরি আর ৪-৫ মাস আছে। তিনি অধ্যক্ষ হতে চান। এ জন্যই আমার বিরুদ্ধে লেগেছেন। অধ্যক্ষ আরও বলেন, আমি কোনো দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করি নাই। আমার চাকরি আর ৪-৫ মাস আছে। আমাকে তো পার পেতে হবে। শুধু অডিটের জন্য বিভিন্ন কমিটি থেকে টাকা নিয়ে রাখি। সেটা আমি খাই না। এর আগে আমি যে কলেজে ছিলাম সেখানেও এভাবে রেখেছিলাম। সেখানে ২ কোটি টাকার তো তহবিলই নাই, তাহলে অত টাকা কোথা থেকে আত্মসাৎ করলাম? তিনি উল্টো আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে খরচে অস্বচ্ছতা ও অর্থ লোপাটের অভিযোগ তুলে বলেন, তারা কলেজের কাজে ফাঁকি দেয়। সময় মেনে কলেজে থাকে না। আমি কড়াকড়ি করায় সবাই জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা দুদকে আমার বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগও করেছে। দুদক আমাকে সোমবার ডাকলেও ব্যস্ততার কারণে যেতে পারিনি। পরবর্তী সময়ে যাব বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানিয়েছি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রী আমরা দু'জন চাকরি করি। আলাদা আবেদন করে হাউজিং কর্তৃপক্ষ থেকে আমরা দুটি প্লট পেয়েছি। আমরা দু'জন প্রশাসনিক পদে আছি। অনেক বৈধ আয় আছে। তা দিয়েই বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব। তাছাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে ফসল বিক্রির টাকাও এনে বাড়ির কাজে ব্যয় করেছি।